ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৮৬৩
আগরতলা, ২৮ নভেম্বর, ২০২৩

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের ৩৭তম কার্যকরি কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী
ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে

ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে হবে। আজ ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের ৩৭তম কার্যকরি কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব ভি জি জেনার, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের বর্তমান কাজকর্মের সাফল্য, অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নতুন উদ্যোগসমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সাধারণ জনগণের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে সেই বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে বিভিন্ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার পাশাপাশি উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনেও উদ্যোগ নিতে হবে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপশি কাঙ্খিত সাফল্যের হারও বাড়বে।

সভায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস আগরতলার সায়েন্স সিটির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করেন। তিনি জানান, নর্থ ইষ্টার্ন কাউন্সিলের অর্থনাকূল্যে আগরতলার সায়েন্স সিটিতে সায়েন্স পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য ১০.২৯ কোটি টাকা মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। সায়েন্স সিটিতে থিম ভিত্তিক গ্যালারী এবং প্ল্যানেটরিয়ামও গড়ে তোলা হবে। এরজন্য ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সুকান্ত একাডেমীর আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া ইনোভেশন হাব এবং উদয়পুরে সায়েন্স সেন্টার খোলা হয়েছে বলে অধিকর্তা সভায় জানান। তিনি আরও জানান, জলের ফিল্টারের ক্যান্ডেল উৎপাদনের জন্য চড়িলাম ব্লকের চেসরিমাইতে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। চড়িলাম ও কিল্লা ব্লকে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারের মাধ্যমে মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ও ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারকে শক্তিশালী করে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও সভায় অধিকর্তা উল্লেখ করেন।

সভায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের চলতি কর্মসূচি সমূহের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি পর্ষদের গত কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, রাজ্যে গতবছর 'মিট দ্যা সায়েন্টিষ্ট' কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে। আগরতলার সায়েন্স সিটির প্রবেশ মুখের সৌন্দর্য্যায়নের কাজ চলছে। চড়িলাম ব্লকের চেসরিমাই-এর কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারে ৫টি প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে জলের ফিল্টার বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের প্রধান প্রকল্পগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

******